গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে লুটতরাজ, নারী কর্মীদের লাঞ্ছনা এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্টের বক্তব্য

১. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামকরন ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন

১৯৭১ সালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশী শরণার্থীদের চিকিৎসার জন্য নেতাজী সুভাষ বোসের দেহরক্ষী হাবুল ব্যানার্জীর ত্রিপুরার মেলাঘরস্থ আনারস বাগানে স্থাপিত হয় ৪৮০ শয্যার **বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল ও অপারেশন থিয়েটার।** স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের নতুন নামকরন করেন **গণস্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্র** ।

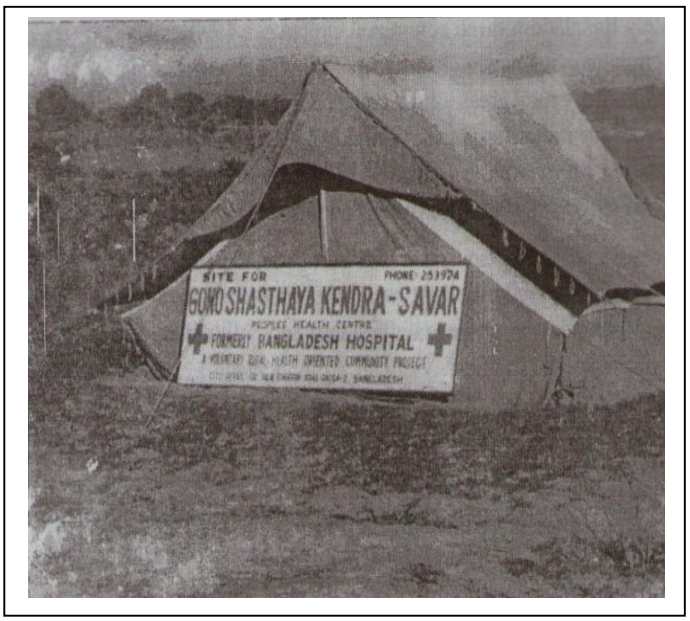

নামকরনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন 'জনস্বাস্থ্য নয় কারন 'জনস্বাস্থ্য' **(Public Health)** সরকারী বিভাগের ধারনা দেয় তাই **'গণস্বাস্থ্য' (People's Health)** । **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র** কোন সাধারন স্বাস্থ্য কেন্দ্র **(Health Centre)** নয়, এখানে থাকবে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষা, কৃষি, নারী উন্নয়ন ও দেশের পুনর্বাসন'। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি জাতীয় দাতব্য (National Charitable) প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৪ অক্টোবর ১৯৭২ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দেয়া সকল দানও আয়কর মুক্ত করে দেন ২২ নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামে ৩১.৮৩ একর জমি হুকুম দখল করে দেন ১৯৭৪ সনে। তাঁর এই মহানুভবতার কথা **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের** কর্মী বৃন্দ আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরন করে।

২. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দর্শন

* দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নই বাংলাদেশের অর্থবহ উন্নয়ন।
* নারীদের অগ্রগতির উপর বাংলাদেশের অগ্রগতি নির্ভরশীল।

৩. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মবিস্তৃতি

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সাভারের পাথালিয়া ও ধামসোনা ইউনিয়নে **"গ্রামে চল গ্রাম গড়"** মূলমন্ত্র নিয়ে সার্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীদের ক্ষমতায়ন, গ্রামে প্রতি পরিবারে সেনেটারী পায়খানা ও নলকূপ, সয়াবিন চাষের মাধ্যমে পুষ্টির উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে । যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের ২০টি জেলার ৩০ উপজেলা ৪৩ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬১৫ গ্রামে বিস্তৃত হয়।

উপজেলাসমূহ হচ্ছে সাভার, ধামরাই (ঢাকা), সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ), কালিয়াকৈর, শ্রীপুর, গাজীপুর সদর, সিরাজগঞ্জ সদর, কাশীনাথপুর, বেড়া (পাবনা), শেরপুর নলিতাবাড়ি, শিবগঞ্জ (নবাবগঞ্জ), পার্বতীপুর, দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল), চরফ্যাসন (ভোলা), কুতুবদিয়া, কক্সবাজার সদর, টেকনাফ (কক্সবাজার), গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী), ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর (গাইবান্ধা), উলিপুর, নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম), বান্দরবান সদর (বান্দরবান), বিশ্বনাথ (সিলেট), বরগুনা সদর, কাহারোল (দিনাজপুর), মনোহরদী (নরসিংদী), দক্ষিণ সুনামগঞ্জ (সুনামগঞ্জ)।

প্রথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি সাভার, ঢাকা,শ্রীপুর, কাশিনাথপুর (পাবনা), মনোহরদি ও ভোলার চরফ্যাশনে ৬ টি হাসপাতাল হয়েছে। সেখানে নিয়মিত চক্ষু, নাক-কান-গলা, গাইনী, শিশু ও জেনারেল সার্জারীর সকল অপারেশন করা হয়।

৩.১.স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও বাংলাভাষায় কিশোরী ও তরুনীদের প্যারামেডিক প্রশিক্ষন

গ্রামের ৫ম থেকে ৮ম শ্রেনী পাশ কিশোরী তরুনীদের বাংলাভাষায় ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শরীর গঠন (Anatomy), বেশী আক্রান্ত ২০টি রোগের লক্ষন, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ, বেশী ব্যবহৃত ২০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, টিকা, পুষ্টি, স্টেথোসকোপ (Stethoscope) দ্বারা হৃদপিন্ড ও ফুসফুসের শব্দ নির্ণয় শেখানো হয়। উল্লেখ্য যে ১৯৭২-৭৩ সনের দুটি ইউনিয়নে একজন নারীও এস এস সি পাশ ছিলেন না, মাত্র অনধিক ৫% মহিলারা বাংলা পত্রিকা পড়তে পারতেন।

১৯৭৪ সন থেকে প্যারামেডিকদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক নিয়মিত করণ (Menstrual Regulation) এম আর এবং মিনি ল্যাপারোটমির মাধ্যমে মহিলাদের স্থায়ী বন্ধাকরন পদ্ধতি প্রশিক্ষন শুরু করা হয়। উল্লেখ্য মিনি ল্যাপারোটমি পদ্ধতিটি ১৯৭৫ সনে ২৭ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর প্রাচীনতম মেডিকেল জার্নাল The Lancet এ ‘ Tubectomy by paraprofessoional surgeons in rural Bangaladesh’ মূল প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোন চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ মূল প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে দি ল্যানসেট প্রকাশিত হয়নি।

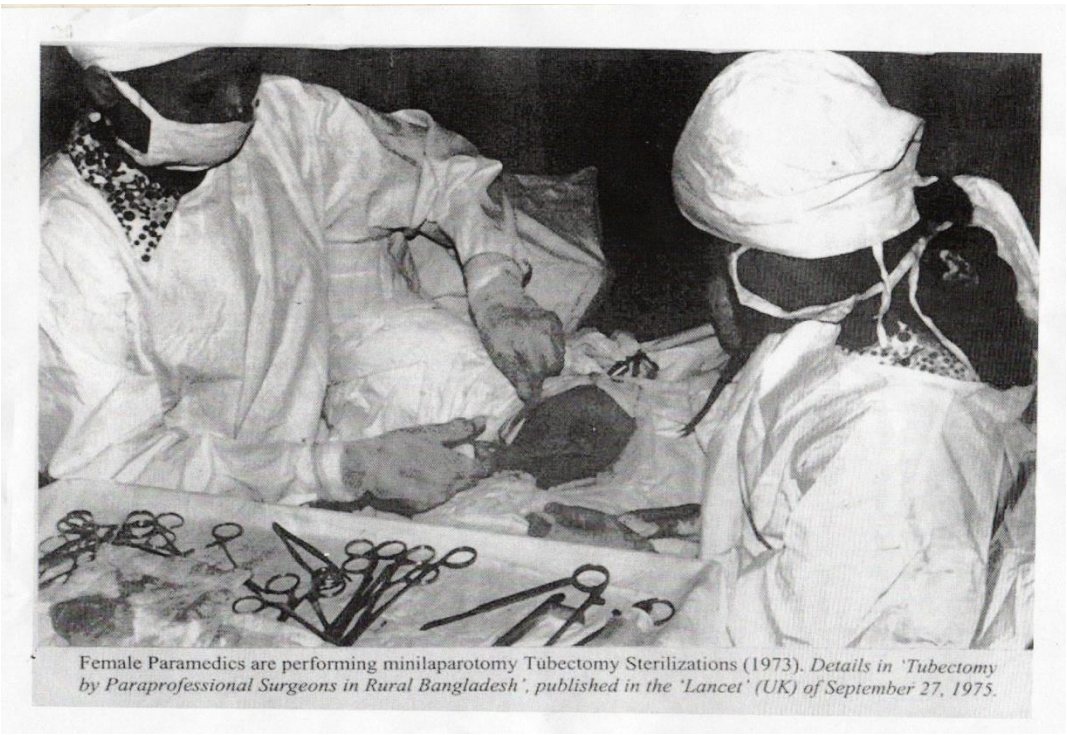

Female Paramedics are performing minilaparotomy Tubectomy Sterilizations (1973). *Details in 'Tubectomy by Paraprofessional Surgeons in Rural Bangladesh', published in the 'Lancet' (UK) of September 27, 1975.*

৩.২.ধাই প্রশিক্ষন

১৯৭৩ সন থেকে ধাই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রসূতি সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরা করা হয়। যার ফলে গণস্বাস্থ্য কর্ম এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুঅনুপাত, শিশু মৃত্যু হার ও সিজারিয়ান অপারেশনের হার দেশের অন্য অংশের তুলনায় কম। কর্মএলাকায় ১২২৪ জন প্রশিক্ষিত ধাই আছে। নিম্নের ছকে তুলনামূলক তথ্যাবলী দেয় হলো।

সূচক	জাতীয়	গণস্বাস্থ্য কর্ম এলাকা (১৪২৪ বঙ্গাব্দ:এপ্রিল ২০১৭-’ ১৮)
মাতৃ মৃত্যু অনুপাত (MMR)	১৯৬ প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্ম, বিএমএমএস ২০১৬	১৭১.৭৪
শিশু মৃত্যু হার(IMR)	২৮ প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্ম, এসভিআরএস ২০১৬	১৭.৯৩
নবজাতক মৃত্যুহার (NMMR)	১৯ প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্ম,বিবিএস ২০১৬	১৪.৬০
সিজারিয়ান অপারেশন	৩৫ প্রতি ১,০০০ জন্ম, আইসিডিডিআরবি ২০১৭	২৪.৫১

*** গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৭৮ সনের Health for All by year 2000 মূল ভিত্তি।**

৩.৩.বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ক্যাম্প:

২০১১ সাল হতে উপকূল ও প্রত্যন্ত জনপদের দোরগোড়ায় গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৩২-৪৪ সদস্যের বিশেষজ্ঞ টিম পাঠিয়ে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। ফলে দরিদ্র মানুষের হাসপাতালে যাতায়াত ও অবস্থান ব্যয় হ্রাস পায়। জেনারেল সার্জারীতে হার্ণিয়া, লেপারেটমী, পিত্ত থলির পাথর অপারেশন, মহিলাদের হিস্টেরেকটমী, ওভারীয়ান সিস্ট, ব্রেস্ট ল্যাম্প, সিজিরিয়ান অপারেশন, ডিএনসি, চোখের ছানি, ক্যালাজিয়ন, নেত্রোনালীর অপারেশন ইত্যাদি করা হয়।

৩.৪.গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা:

২০১৫ সাল থেকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৩০,০০০ গার্মেন্টস কর্মী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবীমা সুবিধার আওতায় চিকিৎসা সুবিধা নিচ্ছে।

৩.৫.গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস সেন্টার:

১৩ মে ২০১৭ থেকে মার্কিন প্রটোকলে পরিচালিত বাংলাদেশের বৃহত্তম কিডনী সেবা কেন্দ্র। প্রতিদিন ২৫০ জন রোগীকে ডায়ালাইসিস সেবা দিচ্ছে। অতি দরিদ্র বিনা চার্জে দরিদ্ররা প্রতি সেসন ৮০০ টাকা থেকে ১১০০ টাকায়, মধ্যবিত্তরা ১৫০০ টাকায় এবং উচ্চবিত্ত রোগীরা ২৫০০ টাকায় ডায়ালাইসিস সেবা পেয়ে থাকে।

৪. গণ স্বাস্থ্যবীমা প্রচলন ঃ বাংলা মাস অনুসরনে

১৯৭৩ সন থেকে সকল গ্রামীন জনসাধারনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিমাসে পরিবার প্রতি ২ টাকার বিনিময়ে ওষুধ সহ চিকিৎসা **গণ স্বাস্থ্যবীমা** চালু করা হয়। **গণ স্বাস্থ্যবীমা** চালু হয় প্রথমে খৃষ্টীয় মাস অনুসরন করে। গ্রামবাসীরা ইংরেজী মাসের সাথে পরিচিত নয় বলে, গণ স্বাস্থ্যবীমার মাসিক প্রিমিয়াম আদায়ে সমস্যা হতো, ইংরেজী মাস শেষ হয় বাংলামাসের শুরুতে। ১৯৭৩ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বৈশাখ মাস থেকে বাংলা মাস অনুসরন শুরু হয়।

নতুন সমস্যা দেখা দেয় ধনী দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য বীমার মাসিক প্রিমিয়াম এক হওয়ায় । দরিদ্ররা বলতে শুরু করেন যে, তাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, অপর পক্ষে ধনীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা দাবী করে। পরবর্তীতে আর্থ সামাজিক শ্রেণীভেদে সেবা মূল্য নির্দ্ধারন করা হয়।

৫.নারী ক্ষমতায়নে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

ঘরে ও বাইরে নারীর কাজের কমতি নেই। কিন্তু তাদের কাজকে সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। এ অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে মহিলাদের বিভিন্ন অপ্রচলিত পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয় ১৯৭৩ সাল থেকে - যথা গাড়ি চালানো, বয়লার চালানো, ওষুধ উৎপাদনের মেশিন চালানো, প্রেসের অফসেট মেশিন চালানো, বই বাধানো ও প্যাকেজিং, কাপড় প্রসেসিং টেক্সটাইল কারখানায় যন্ত্র চালনা, বৈদ্যুতিক লাইন ও যন্ত্রপাতি মেরামত, পানির পাম্প চালনা ও রক্ষণাবেক্ষন, তাঁতের কাজ, ফাইবার গ্লাস, কাঠের কাজ, প্লাম্বিং ও সেনিটারির কাজ, নিরাপত্তা প্রহরী প্রভৃতি অপ্রচলিত পেশায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রই প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করে।

১৯৭৬ সনে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নারী স্বাস্থ্য কর্মীদের গ্রামে সাইকেল চালনার বিষয়ে সাহস যোগানো এবং স্থানীয় জনগনের দৃষ্টি আকর্ষন ও জনমত সৃষ্টির জন্য রোকেয়া পারভীন নীলু (বর্তমান প্রভাষক, মাইক্রোবায়লজি, গণ বিশ্ববিদ্যালয়) ডা: লায়লা পারভীন বানু,

বর্তমান উপাচার্য্য, গণবিশ্ববিদ্যালয় (চলতি দায়িত্ব), সন্ধ্যা রায় বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস সহ ২২ জন নারী কর্মী সাভার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং সাভার পর্যন্ত ৪৪ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে সবাইকে বিস্মিত করেন।

একই ধারাবাহিকতায় আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশে অপ্রচলিত পেশায় সালেহা বেগম, মালেকা বেগম যথাক্রমে প্রথম পেশাজীবি গাড়ী ও টেম্পো চালক, জমিলা খাতুন প্রথম বয়লার অপারেটর।

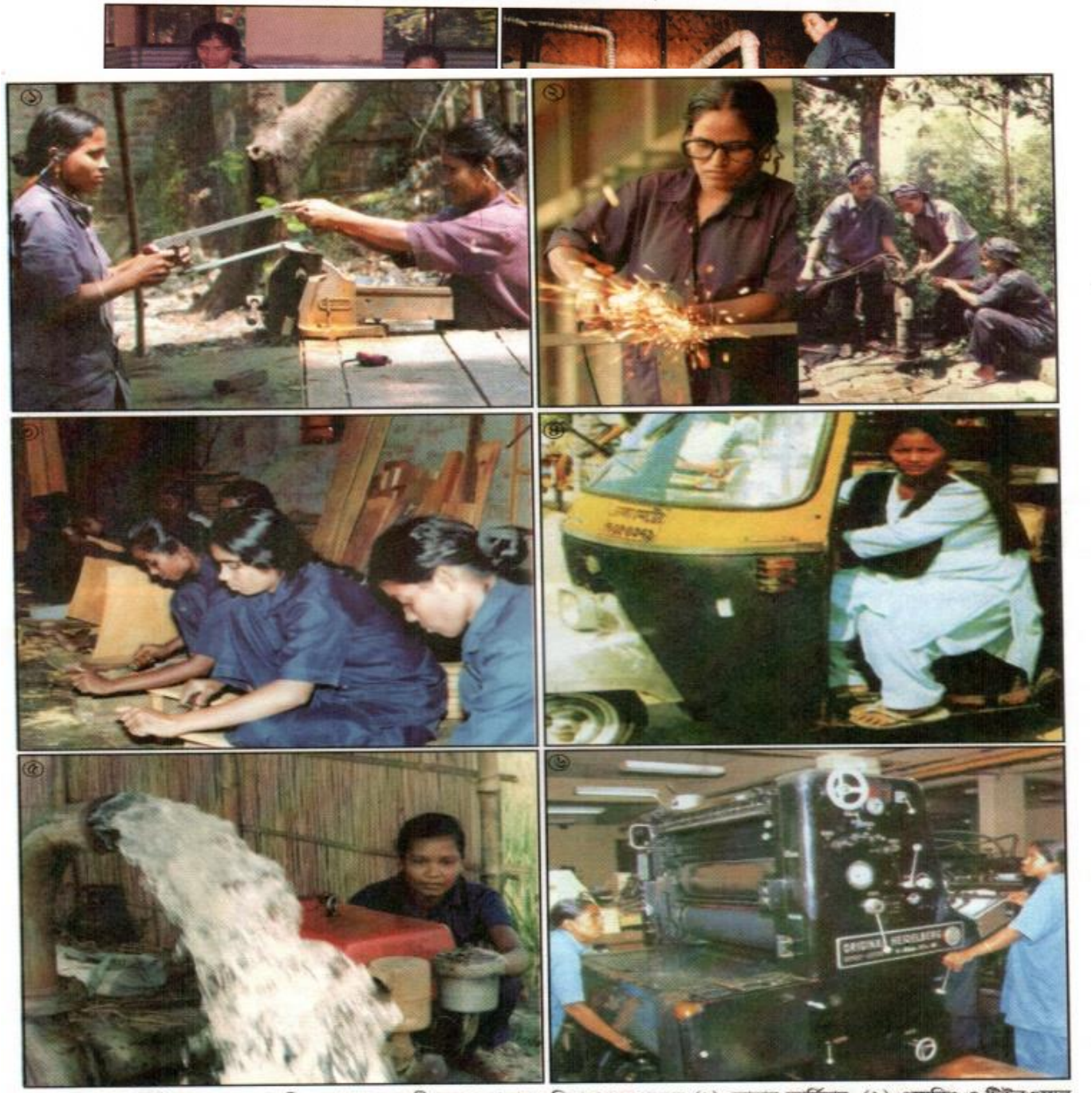

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মহিলাদেরকে অপ্রচলিত পেশায় আগ্রহী করে তোলায় মহিলারা স্বল্প সময়ে (১) লোহার ফার্নিচার, (২) ওয়েল্ডিং ও টিউবওয়েল মেরামত, (৩) কাঠের কাজ, (৪) টেম্পু চালানো, (৫) সেচ মেশিন চালানো, (৬) ছাপার অফসেট মেশিন চালানো, মোটর ড্রাইভিং ইত্যাদি কাজে বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে।

৬. নগদ নয়, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই নগদ টাকা লেনদেন করে নি। সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাবে করা হয়। ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে নারী কর্মীরা নিজের আয় ব্যয় নিজে নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। স্বামী বা শ্বাশুড়ী কে আয় তুলে দেন না। সাধারন কর্মীরা শুরু থেকেই ব্যাংক ব্যবহার ও নিজের উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রন রাখার ব্যপারে সচেতন হন।

৭. শিক্ষা কার্যক্রম

৭.১. গণপাঠশালা :

যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশের গ্রামীন দরিদ্র মানুষের সুস্থ জীবন গঠনে স্বাস্থ্য সেবার ধারণা দিতে গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকগণ জানতে পারে যে, নিরক্ষরতার কারণে সাধারণ দরিদ্র মানুষ স্বাস্থ্য সুবিধার উপকার পায় না।

১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৯৭৬) সনে সাভার গণপাঠশালা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই **শতভাগ নারী শিক্ষক** নিয়োগ এবং **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড** (এনসিটিবি) এর পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের পুস্তক প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

শ্রেনীভিত্তিতে পাঠদান, দলবদ্ধ কৃষিকাজ এবং উৎপাদিত ফসল ও সব্জীর পুষ্টিমান সম্পর্কে জানত, শরীরচর্চা, খেলাধূলা ও সঙ্গীত শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের গল্প এবং বীরশ্রেষ্ঠদের জীবন কাহিনী সম্পর্কে তারা শিখতো।

গ্রাম থেকে নিয়োগকৃত আয়াগণ দলবদ্ধভাবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাভার গনপাঠশালায় আসতো। শ্রেনী শিক্ষকগনের সহায়তায় প্রথমে তারা ছাত্রছাত্রীদের সাবান দিয়ে গোছল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করাতো, সাঁতার শেখাতো এবং শ্রেনী কক্ষে উপস্থিত করাতো। প্রথম দিকে গাছের ছায়ায়ও পাঠদান করা হতো।

শিক্ষকের তদারকিতে প্রতিদিন পঞ্চম শ্রেনীর ১২ - ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয়; চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেনীতে দুই একটি ক্লাশ নিতো এবং বয়স্কদেরও শিখাতো। প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও **লবন জলের সরবত** প্রস্তুত শিখে ছাত্রছাত্রীরা গ্রাম পর্যায়ে ডায়রিয়া চিকিৎসায় স্বাস্থ্য কর্মীদের চেয়ে ভাল কাজ করে প্রশংসিত হয়।

দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা ও উপস্থিতি ধরে রাখার জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রই বাংলাদেশে প্রথম **দুপুরে খাবার দেওয়ার রীতি** প্রবর্তন করে। শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীর সাথে স্কুলে তৈরী দুপুরের খাবার খেতেন।

৭.২. আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশনা

পার্বত্য আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখানো হয়। জাতীয় পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে ম্রো, মারমা এবং বম ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বই রচনা ও প্রকাশ করা হয়। ২০০৪ সনে ম্রো ভাষা শিক্ষার জন্য শিশু থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৭,০০০ কপি বই মূদ্রণ করে ম্রো ভাষা কমিটিকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৭,৫০০ মারমা এবং ৩,৫০০ বম বই পার্বত্য বান্দরবান জেলা পরিষদকে দেয়া হয়।

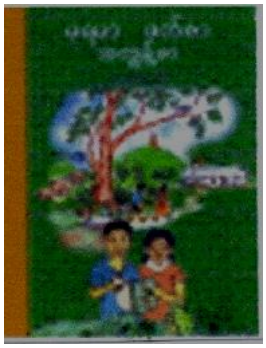

ম্রো ভাষার প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন পার্বত্য বিষয়ক সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব মনি স্বপন দেওয়ান ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাবেক প্রকল্প সমন্বয়ক ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

৭.৩. গণবিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামীন ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এজন্য বিশেষ বৃত্তি বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় অভিগম্যতা সহজতর করা এবং শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমানোই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রমের মূলমন্ত্র। গণবিশ্ববিদ্যালয় চারটি অনুষদ যথা ১. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ২. কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ৩. ভৌত ও গানিতিক অনুষদ এবং ৪. ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা পরিচালনা করছে।

৭.৪.গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ

১৯৯৮ সালে গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রতি বছর ১ মাস গ্রামে পাঠানো হয়। গ্রামে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের পাঠ্য কার্যক্রমের পাশাপাশি তারা গ্রামের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি, স্বাস্থ্য অবস্থা, পুষ্টি, পানি, পয়ঃপ্রণালী ও চিকিৎসা সুবিধা নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়। এই সময়ের মধ্যে প্রতিজন গ্রামের একটি হত দরিদ্র পরিবারের সাথে কমপক্ষে ১ দিন অবস্থান করে এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় করে ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর যিয়ারত করে। গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজের এই শিক্ষা কার্যক্রম পদ্ধতি জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ওর্য়ালড হেলথ অর্গানাইজেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) কর্তৃক প্রকাশিত "Community Based Education in Health Professions: Global Perspectives" নামক বইতে বিশেষ স্বীকৃতি পায়।

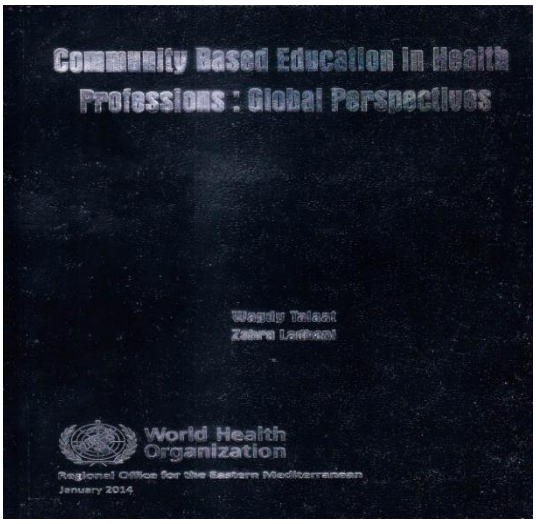

৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

স্বাধীনতার পর থেকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থানীয় গ্রাম বাসীকে সম্পৃক্ত করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে আসছে। ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষে ত্রাণ, ১৯৮৭,১৯৮৮,২০০০, ২০০৪ ও ২০০৭ এর বন্যায় ত্রাণ; ১৯৮৯ সনে সাটুরিয়ায়, ১৯৯৬ সনে টঙ্গী টর্নেডোতে ত্রাণ; ১৯৮৫, ১৯৯১,১৯৯৪,১৯৯৭,২০০৭,২০০৯ সনে উপকূলীয় এলাকার ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছাস এ ত্রাণ; ১৯৭৮, ১৯৯২ - ৯৪ এবং ২০১৭, ২০১৮ সনে রোহিঙ্গা শ্বরনার্থীদের জন্য ত্রাণ উল্লেখযোগ্য।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রই প্রথম স্থানীয় যুব সেচ্ছাসেবকদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করে বন্যা ত্রানে হাতে তৈরী রুটি এবং সাপ্তাহিক খাদ্য রেশন প্রবর্তন করে।

৯. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে হামলা ও মামলা এই প্রথম নয়

৯.১.স্বাস্থ্যকর্মী নিজাম উদ্দিন খুন

সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ৭-৮ কি. মি.দূরে শিমুলিয়ায় উপকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু হলে ১৯৭৬ সালের ১৮ নভেম্বর কিছু গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসক স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় রাতের অন্ধকারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে আক্রমন করে কেন্দ্রের ইনচার্জ নিজাম উদ্দিনকে নৃশংস ভাবে গলা কেটে হত্যা করে।

৯.২. নারী স্বাস্থ্য কর্মী খুন

নারী স্বাস্থ্য কর্মীদের সাইকেল চালানো প্রতিরোধ করার জন্য দুস্কৃতকারীরা প্যারামেডিক মিনুকে গাড়ী চাপা দিয়ে হত্যা করে।

৯.৩.গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলে হামলা

১৯৮২ সালে ঘোষিত **'জাতীয় ওষুধ নীতি'** প্রর্বতনের ক্ষেত্রে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৪ সালে বহুজাতিক কোম্পানী ও তাদের দোসর কয়েকটি দেশী কোম্পানীর ভাড়াটিয়া গুন্ডারা শ্রমিক নেতা আলমগীর

মজুমদারে নেতৃত্বে গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলে আক্রমন করে। এ হামলায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৬৩ জন মহিলা কর্মী এবং ২১ জন পুরুষ কর্মী আহত হয়।

সেদিন আওয়ামীলীগের সভানেত্রী আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক পথে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এই বর্বোরচিত হামলায় তিনি বিস্মিত হন এবং গাড়ী থামিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের খোজ খবর নেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা খান মজলিশ ও ইমুর মাধ্যমে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রেকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।

৯.৪. আওয়ামী নেতার গণস্বাস্থ্য জমি দখল চেষ্টা

১৯৮৮ সনে আওয়ামীলীগের নব্য শিল্পপতি বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী বলে দাবিদার রেজা শাহজাহান পাথালিয়া ইউনিয়নের টাকসুর মৌজায় **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের** জমি পুলিশের সাহায্য নিয়ে দখল করে গ্যাস লাইন নেবার চেষ্টা করলে গ্রামবাসী, স্থানীয় চেয়ারম্যান, আওয়ামীলীগ কর্মী ও **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের** কর্মীরা যৌথভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে সংঘর্ষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাখাল বালক তাহিজুদ্দীন ওরফে তাহির বিষাক্ত বল্লমে পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ৬ দিন পর সেপটিসিমিয়ায় মারা যায়। তার কবর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী নিজামের পাশে রয়েছে।

৯.৫.প্রস্তাবিত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির কারনে ঢাকা শহরস্থ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অগ্নি সংযোগ

১৯৯০ সনে অধ্যাপক এসএমআইজি মান্নান, ড. মুহম্মদ ইউনুস, মেজর জেনারেল এম আর চৌধুরী এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ছিল একটি যুগান্তরকারী জনকল্যানকর পদক্ষেপ। এতে নিশ্চিত হতো দেশের সর্বত্র উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ায় চিকিৎসক ও বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদগণ জনগনকে ক্ষিপ্ত করে নভেম্বর মাসে ধানমন্ডিস্থ গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ করে। হাসপাতালের সামনে রক্ষিত ওষুধ সহ ৬টি গাড়ী ভস্মীভূত হয় এবং পরবর্তীতে ২৭ নভেম্বর ডা.শামসুল আলম মিলনের হত্যার জন্য ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আজিজুর রহমানকে অভিযুক্ত করেন এবং অধ্যাপক মান্নান সহ তাদেরকে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনে কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বহিষ্কার করা হয়। বলিহার চিকিৎসকদের গণতন্ত্র ও সুবিচার!

৯.৬.গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও সন্ত্রাসী হামলা

গত ১৫ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের পৃষ্টপোষকতা নিয়ে মোহাম্মদ আলী, হাসান ইমাম, সৈয়দ সেলিম আহমেদ, নাসির উদ্দিন ও কাজী মুহিবুর রব গং জমি সম্পর্কিত একই ধরনের ৫ টি ফৌজদারী মিথ্যা মামলা দায়ের করে। মামলাগুলো দায়ের করেই তারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা চালায়।
১৬ অক্টোবর ২০১৮ মোহাম্মদ আলী ৫০-৬০ জন সন্ত্রাসী নিয়ে প্রশাসনের সহায়তায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৪ একর ২৪ শতাংশ জায়গা দখল করে দেয়াল উঠায়। ২০ অক্টোবর হাসান ইমাম একই কায়দায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গা দখল করে এবং ৩০টি গাছ কেটে নিয়ে যায়। ২৪ অক্টোবর সাভার আওয়ামীলীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক নাসির উদ্দিন ৬০-৭০ জনের সন্ত্রাসী দল নিয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিএইচএ গেট, গেটের নিরাপত্তা চৌকী এবং সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে জমি দখল করে, ১৮টি গাছ কেটে ফেলে এবং দেয়াল উঠানো শুরু করে।

কাজী মহিবুর রব ২৬ অক্টোবর ২০১৮, সকাল ৯টায় দুই শতাধিক সন্ত্রাসী নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিএইচএ ভবনের গেট ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের উপর হামলা চালায়। পিএইচএ ভবনে তান্ডব চালিয়ে আসবাবপত্র, কাঁচের জানালা ও তৈজষপত্র ভাংচুর করে এবং ১২টি ইন্টারনেট রাউটার, ১০টি সিসি ক্যামেরা, ৩০টি টেবিল ফ্যান, ২টি মোটর সাইকেল, ২টি বাই সাইকেল, ৮টি সাউন্ডবক্স, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া, ১৬টি এলইডি টিভি, ৩টি ফ্রিজ, ৪টি কম্পিউটার, ১৬টি এসি, ৪টি ল্যাপটপ, ফার্নিচার, অফিসের মূল্যবান যন্ত্রপাতি লুট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের এই হামলায় আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকার মালামাল ও পিএইচএর অভ্যন্তরে ও মূল ফটকে যে ভাংচুর করে তার আনুমানিক মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও মিথ্যা মামলার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

	মামলানং ও তারিখ	বাদী	বিবাদী	দাগনং	ধারা
১	৪১ ১৫.১০.২০১৮	মোহাম্মদ আলী	১. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ট্রাস্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২.মো: দেলোয়ার হোসেন, রেজিষ্ট্রার,গণ বিশ্ব:বিদ্যালয় ৩. সাইফুল ইসলাম শিশির, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	SA-৫২৪ পাথালিয়া মৌজা RS-১১৫০	১৪৩/১৪৭/৩৭৯ /৩৮৫/৪২৭/৫০৬/১১৪

			৪. আওলাদ হোসেন, স্থানীয় ব্যবসায়ী		
২	৫৪ ১৯.১০.২০১৮	হাসান ইমাম (আমিন মডেল টাউন)	১. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ট্রাস্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২. মো: দেলোয়ার হোসেন, রেজিষ্ট্রার, গণ বিশ্ব:বিদ্যালয় ৩. সাইফুল ইসলাম শিশির, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৪.আব্দুল কাদের	পাথালিয়া মৌজা RS-১১০৭	১৪৩/১৪৭/৩৮৫ /৪২৭/৩২৩/৫০৬/১১৪
৩	৫৯ ২১.১০.২০১৮	সৈয়দ সেলিম আহমেদ	১. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ট্রাস্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২. আবদুস সালাম, সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩.মো: দেলোয়ার হোসেন, রেজিষ্ট্রার, গণ বিশ্ব:বিদ্যালয় ৪.সাইফুল ইসলাম শিশির, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	SA-৫২৪ পাথালিয়া মৌজা RS-১১৫০	১৪৩/১৪৭/৩৭৯ /৪২৭/৫০৬/১১৪
৪	৬৮ ২৩.১০.২০১৮	নাসির উদ্দিন	১. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ট্রাস্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২.সাইফুল ইসলাম শিশির, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩.মো: দেলোয়ার হোসেন, রেজিষ্ট্রার, গণ বিশ্ব:বিদ্যালয় ৪. মীর মর্তুজা আলী বাবু, পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক, গণ বিশ্ব:বিদ্যালয়	RS-৭৪৩ বাঁশ বাড়ী মৌজা	১৪৩/১৪৭/৩৭৯ /৪২৭/৫০৬
৫	৭০ ২৪.১০.২০১৮	কাজী মহিবুর রব	১. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ট্রাস্টি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২.সাইফুল ইসলাম শিশির, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	SA-৫১১ পাথালিয়া মৌজা RS-১১০৭	১৪৩/১৪৭/৩২৩ /৩৮৫/৫০৬

কে এই প্রতারক মোহাম্মদ আলী?

১৯৯৭ সন থেকে পাথালিয়া মৌজায় এসএ ৫২৪ দাগ, আর এস ১১৫০ দাগের ৪ একর ২৪ শতাংশ জমির মধ্যে ২ একর ৬৪ শতাংশ জমি **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র** ক্রয় সূত্রে মালিক। বাকী ১ একর ৬০ শতাংশ এর মালিক আওলাদ হোসেন। মোহাম্মদ আলী নামক এই প্রতারক জাল দলিলের মাধ্যমে এই ৪ একর ২৪ শতাংশ জমি নিজের বলে দাবী করে এবং প্রশাসনের সহায়তায় উক্ত জায়গা দখল করে দেয়াল তুলেছে।

উল্লেখ্য সাভারের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ২০১৬ সালের ১৮ জুলাই মোহাম্মদ আলীর দলিলের সত্যতা যাচাই করতে মানিকগঞ্জ জেলা রেজিষ্ট্রার বরাবর চিঠি লিখেন। এর উত্তরে জানানো হয় যে উল্লেখিত দলিলে ক্রেতা বিক্রেতা নামের সংগে মূল দলিলের ক্রেতা-বিক্রেতার নামের মিল নেই। এছাড়া দলিলে উল্লেখিত জমির অবস্থান সাভারে নয়, মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে। মোহাম্মদ আলীর দলিলে তথ্যের এই গড় মিলের কারনে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস এই জমির কোন খাজনা নেননি।

মোহাম্মদ আলীর দায়েরকৃত মামলা খারিজের বিবরণ ঃ

নং	মামলানং	বাদী/বিবাদী	কোর্টের নাম	মামলার বিবরণ	মন্তব্য
১	৩৩০/২০০৪	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	২য় জেলা জজ আদালত ঢাকা	দে: মোকা.	খারিজ
২	১৯৯৬/২০০৮	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	জেলা জজ আদালত ঢাকা	ঐ	খারিজ

নং	মামলানং	বাদী/বিবাদী	কোর্টের নাম	মামলার বিবরণ	মন্তব্য
৩	৬৪৬৬/২০০৮	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	২য় জেলা জজ আদালত ঢাকা	ঐ	খারিজ হয়েছে পরে পুন: জীবিত করেছে আবেদন করে।
৪	৬৬৮৯/২০০৮	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৬ষ্ঠজেলা জজ আদালত ঢাকা	ঐ	চলমান
৫	৭৩(৯)২০০৮	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র	জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ঢাকা	ফৌজদারী	খারিজ

৬	৪০(১২)২০০৮	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র	জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ঢাকা	ফৌজদারী	খারিজ
৭	৩৭(১)২০০৯	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র	জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ঢাকা	ফৌজদারী	খারিজ
৮	০১/২০০৯	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র	দ্রুত বিচার আদালত ঢাকা	ফৌজদারী	খারিজ
৯	০২/২০০৯	মোহাম্মদ আলী বনাম গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা	১৪৫ ধারা	খারিজ

১০. সাভার গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে RAB এর সন্ত্রাসী কায়দায় অভিযান এবং নগদ টাকায় জরিমানা আদায়

গত ২৩অক্টোবর মঙ্গলবার বিকাল ৪.৩০ মিনিট'র সময় র‍্যাব-৪ আশুলিয়ার কমান্ডিং অফিসার মেজর আব্দুল হাকিম (নাসিম) এর নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জন র‍্যাব, পুলিশ সদস্য ও র‍্যাব হেড কোয়াটারের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সারওয়ার আলম সাভার গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অর্তকিতে প্রবেশ করেন। এতে হাসপাতালে উপস্থিত চিকিৎসক, প্যারামেডিক এবং রোগীর আত্নীয় স্বজনের মধ্যে ভয়ানক আতংক সৃষ্টি হয়। র‍্যাব কমান্ডিং অফিসার জানায় তারা হাসপাতালে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে এসেছেন। অভিযান চলাকালে র‍্যাবের সদস্যগণ ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন বিভাগে অভিযান চালায়।

অভিযান পরিচালনা কালে র‍্যাব দল স্ব স্ব বিভাগের স্বাভাবিক কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এই অভিযান প্রায় ৫ঘন্টা ধরে চলে এবং তা রাত ১০.০০টা নাগাদ শেষ হয়। RAB সকল কর্মীদের, ধমক ও হুকুম দিয়ে ভীত সন্ত্রস্থ করে রাখে।

ক) প্যাথলজি বিভাগে ব্যাপক তল্লাশি করেও কোন অনিয়ম খুজে পায়নি, কিন্তু ২টি কালচার ডিস্ক (Cloxacillin & Erythromycin Culture disc) যে গুলো পরিত্যাক্ত/ বর্জ্য হিসাবে চিহ্নিত করার পর যথাযথ প্রক্রিয়ায় অপসারনের (Standard disposal procedure) জন্য পরিত্যাক্ত চিহ্নিত ফ্রিজ (Discard marked refrigerator) এর মধ্যে রাখা ছিল। সেখান থেকে খুজে বের করে এগুলো জব্দ করা হয়। দুই কালচার ডিস্কের মূল্য মাত্র ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

খ) জরুরী বিভাগে তল্লাশী চালিয়ে কোন অনিয়ম আবিষ্কার করতে পারেননি।

গ) হাসপাতাল ফার্মেসীর কেন্দ্রীয় ষ্টোরের **পরিত্যাক্ত (Discarded)** রুমে মেয়াদ উত্তীর্ণ জিয়ারডিয়াসিসের ওষুধ Syrup Nitazoxanide-৬০০ বোতল; এন্টিবায়োটিক Syrup Flucloxacillin- ৫০ বোতল ও আলসারের ওষুধ Tab. Antacid- ৩০০০ ট্যাবলেট আলাদা করে রাখা ছিল। এই **পরিত্যাক্ত ওষুধ রুমে** অন্য কোন ওষুধ ছিল না। স্বাভাবিক নিয়মে পরিত্যাক্ত ওষুধ সমূহ কমিটির মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। এই পরিত্যাক্ত ওষুধ গুলো খুজে এনে জব্দ তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়। অভিযান কালে আমাদের কোন কর্মকর্তাকে সংগে নেয়নি।

ঘ) হাসপাতাল বর্হি: বিভাগ ফার্মেসী থেকে অত্যাবশ্যকীয় ইনজেকশান এমোক্সিসিলিন- ১৫০ভায়াল, ভিটামিন থিয়ামিন- ৪ কৌটা মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও জব্দ করে খারাপ লেভেল প্যাকেটের অজুহাত দেখিয়ে।

ঙ) ফার্মেসী এবং অপারেশন থিয়েটারে ক্যান্সার চিকিৎসার অত্যাবশ্যকীয় অত্যন্ত দামী ৭ ভায়াল ইনজেকশন ব্লিওমাইসিন, ৭ ভায়াল ইনজেকশন এলবুমিন, রক্তের পরিবর্তে জরুরী ভাবে ব্যবহৃত ২ বোতল ইনজেকশন হেমাক্সিল এবং জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ২ এ্যাম্পুল ইনজেকশন এ্যাড্রেনালিন ছিল, যে গুলো অযৌক্তিক ও অনৈতিক ভাবে জব্দ করা হয়। এর কোনটি মেয়াদ উত্তীর্ন ছিল না।

চ) অপারেশন থিয়েটারে কতক মেডিকেল এপ্লায়েন্স যথা ১০টি এন্ডোট্রাকিয়েল টিউব, ৩০টি মাসিক নিয়মিত করন ক্যানুলা, ৪০ টি সুই আলাদা করে রাখা ছিল। এগুলো মেয়াদ উত্তীর্ন অজুহাতে আমাদের অনুপস্থিতিতে জব্দ লিষ্টে লেখা হয়।

অভিযান শেষে তারা কতিপয় অনিয়ম উল্লেখ পূর্বক মোবাইল কোর্ট ২০০৯ আইনের ৭(২) ধারা মোতাবেক স্বাস্থ্য কর্মীকে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন এবং তাৎক্ষনিক ভাবে জরিমানা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে নির্দেশ দেন। **তারা জানান নগদ ১০ লক্ষ টাকা জরিমান দিতে ব্যার্থ হলে স্বীকারোক্তিনামায় স্বাক্ষরকারী সাধারন স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে।**

আমরা জানাই যে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত একটি অলাভজনক সংস্থা এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত আছে যে কোন অর্থ লেন-দেন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চেকের মাধ্যমে হতে হবে যা, ১৯৭২ সন থেকে চালু আছে।

RAB ধমক দিয়ে জানায় যে, জরিমানার টাকা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করার কোন সুযোগ নাই এবং সমুদয় জরিমানা নগদ অর্থে তাৎক্ষনিক ভাবে পরিশোধ করতে হবে, যদিও সরকারের ডিজিটালাইজেশন ক্যাম্পেইন অর্থ লেন-দেনের ক্ষেত্রে নগদ অর্থের পরিবর্তে অনলাইন/চেক লেনদেন উৎসাহিত করে। পরবর্তীতে আমাদের উপুর্যপরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে এইটুকু সুযোগ দেন যে পরের দিন ব্যাংক খোলার ১ঘন্টার মধ্যে এই টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং ঐসময় পর্যন্ত স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি র‍্যাবের প্রহরায় একটি কক্ষে তাদের জিম্মায় আটকে রাখেন। এতে সকল কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্থ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

পরের দিন ২৪ অক্টোবর বুধবার সকাল ১১ টায় র‍্যাব কমান্ডিং অফিসার টাকা বুঝিয়া পাওয়ার কোন রশিদ না দিয়ে শুধু মাত্র জরিমানা আদায় স্লিপের মাধ্যমে উক্ত অর্থ আদায় করেন।

১১. গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ RAB এর সন্ত্রাসী কায়দায় অভিযান এবং ভয় দেখিয়ে ১৫ লাখ টাকা নগদে জরিমানা আদায়

বিগত ২৩/১০/২০১৮ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটের সময় জনাব মোঃ সারওয়ার আলম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট, র‍্যাব সদর দপ্তর ঢাকা এর নেতৃত্বে একটি ভ্রাম্যমান আদালতের টিম গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেডের কারাখানায় প্রবেশ করেন। এই টিমে সাভার উপজেলার UNO, AC Land এবং আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ ২০/২৫ জন র‍্যাব ও পুলিশের সদস্য এবং ওষুধ প্রশাসনের ৩(তিন) জন কর্মকর্তা ছিলেন। তাহাদের মধ্যে থেকে ১৫/১৬ জন সদস্য আমাদের কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাহারা বিভিন্ন কাঁচামাল এবং ষ্টোরের লেজার ও তাপমাত্রার রের্কড পরীক্ষা করেন। ব্যবহৃত কাঁচামাল ওষুধ প্রশাসনের ব্লক লিষ্ট পাশ করে আমদানী করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে আমরা ব্লক লিষ্টের কপি দেখালে তাহারা আমাদের ষ্টোরের রক্ষিত কাঁচামাল সঠিক ভাবে আমদানি করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হন।

পরিদর্শক দলকে এন্টিবায়োটিক শাখায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। এন্টিবায়োটিক এলাকার প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ সম্পূর্ন ভিন্ন। তাহারা এন্টিবায়োটিক এলাকার দিকে পৌছে আমাদিগকে বলেন যে, এই এন্টিবায়োটিক এলাকা একই বিল্ডিং এর সঙ্গে লাগানো এবং একই বিল্ডিং এর এক পাশে অবস্থিত হওয়ায় ইহা কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য হবে না। **এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৯৫ সন থেকে ভিন্ন এলাকায় এন্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ উৎপাদন করা হয়।**

তখন পরিদর্শক দলকে পার্শের ১৫০ ফুট দূরে পৃথক বিল্ডিং দ্রুত তৈরী হচ্ছে তা দেখানো হয়। আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার পর RAB এন্টিবায়োটিক শাখায় প্রবেশ করেন। তখন রুমের Split এসিবন্ধ ছিল এবং রুমের তাপমাত্রা ছিল ২৬.১° সেলসিয়াস। সাধারনত কাঁচামাল ষ্টোরের তাপমাত্রার রেঞ্জ ২৫° ± ২° সোলসিয়াস। তখন আমরা বলেছি যে, রুমের তাপমাত্রা রেঞ্জের মধ্যে আছে। **কিন্তু তাহারা বলেন রাত্রিতে এসি বন্ধ থাকলে শীতের দিনে তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।** রুমের এসি ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। তাহারা এলাকার সকল কক্ষ পরিদর্শন করেন এবং সকল রেকর্ড পর্যবেক্ষন করেন।

উল্লেখ্য গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ পেনিসিলিন এবং সেফোলোস্পোরিন দুই প্রকারের এন্টিবায়োটিক উৎপাদন করে। ১৬/০৪/২০১৭ তারিখ ওষুধ প্রশাসনের এক আদেশক্রমে উভয় প্রকারের ওষুধ উৎপাদন সাময়িক ভাবে স্থগিত করেছিলেন। গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০১/০৩/২০১৮ তারিখে সেফোলোস্পরিন জাতীয় পদের উপর আরোপিত স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং ১১/০৪/২০১৮ তারিখে শর্ত সাপেক্ষে ৬ (ছয়) মাসের জন্য পেনিসিলিন জাতীয় পদের উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করেন। বর্তমানে সেফোলোস্পরিন জাতীয় ওষুধের উৎপাদনের জন্য ওষুধ প্রশাসনের অনুমোদন রয়েছে।

এরপরে পরিদর্শক দল মাননিয়ন্ত্রন বিভাগ পরিদর্শনের জন্য যান। পরিদর্শক দল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব এবং মাইক্রোবোয়োলজিক্যাল ল্যাব থেকে বিনস্টকরণের জন্য আলাদা করে রাখা কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ reagent খুজে বের করে নিয়ে যান যার মূল্য ৳: ১২,৪৫৫.৭৫ (বার হাজার চারশত প্ঞ্চান্ন টাকা পঁচাপত্তর পয়সা) মাত্র।

এর পরে পরিদর্শক দল পুনরায় উৎপাদন এলাকায় প্রবেশ করেন। প্রথমে জি-পেথিডিন ইনজেকশন, জি-মরফিন ইনজোকশন ও জি-মরফিন এসআর টেবলেট এর সকল রের্কড পরীক্ষা করেন, সব কিছু সঠিক দেখতে পান এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভুটান ট্রাস্ট ফান্ডকে "এক বছরের জন্য (২০১৯)" গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ ৫(পাঁচ) পদ ওষুধ অনুদান প্রদান করবে। যার ৩(তিন) পদ ওষুধ গত ১০.০৯.২০১৮ তারিখে সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা-তে সরবরাহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় বাকী ২ (দুই) পদ ওষুধ ১৫.১১.২০১৮ তারিখে সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা-তে সরবরাহ করা হবে। পরিদর্শক দল দ্বিতীয় দফার ওষুধগুলি প্যাকিং শাখায় প্যাক করতে দেখেছেন ।

অত:পর পরিদর্শক দল কারখানার সম্মুখে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের ডেকে সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে পরিদর্শক দলের সকল কর্মকর্তা ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মোবাইল কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ সারওয়ার আলম নিম্নলিখিত অসত্য বক্তব্য রাখেন।

১. মাননিয়ন্ত্রন বিভাগে মেয়াদ উত্তীর্ন রাসায়নিক উপাদান পাওয়া গিয়েছে।
২. এন্টিবায়োটিক উৎপাদন বিভাগের এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল সমূহ সু-নিদৃষ্ট তাপমাত্রায় ছিলনা।
৩. এন্টিবায়োটিক উৎপাদন বিভাগটি সধারণ শাখা থেকে সম্পূর্ন পৃথক করা হয়নি।

উপরোক্ত কারনে গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্-কে ১৫,০০,০০০.০০ (পনের লক্ষ) টাকা জরিমানা ও এন্টিবায়োটিক শাখা তালা দেওয়া হবে জানিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

তাৎক্ষনিক আমাদিগকে জরিমানার টাকা নগদে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেন। যেহেতু গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেডের সকল লেন-দেন চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাই রাত্রে নগদ টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে না বলে জানানো হয়। এই টাকা পরিচালনা বোর্ড এর অনুমোদন ছাড়া দেয়া যাবে না। এজন্য টাকা প্রদানের জন্য কিছুদিন সময় দিতে অনুরোধ জানানো হয়। **পরিদর্শক দল জানান যে, মোবাইল কোর্টে জরিমানার টাকা পরিশোধের সময় দেওয়ার কোন নিয়ম নাই। হয় টাকা দিতে হবে নতুবা জেলে যেতে হবে।**

পরে অর্থ ব্যবস্থাপক সাহেব কে জানালে উনি চেক দিলে হবে কিনা তাদের নিকট জানতে চান। তারা চেক নিতে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে রাত ১ ঘটিকায় শর্ত সাপেক্ষে পরের দিন সকাল ১১:০০ টার মধ্যে টাকা পরিশোধের সময় দিয়ে পরিদর্শক দল কারখানা ত্যাগ করেন। পরের দিন সকাল ১১:০০ টার মধ্যে টাকা পরিশোধ না করায় র‍্যাব পুনরায় কারখানায় প্রবেশ করেন। **অনেক অনুরোধের পরেও টাকা পরিশোধের সময় না দিয়ে দুপুর ১ টায় গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস এরব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রীমতি সন্ধ্যা রায়,উৎপাদন পরিচালক জনাব নিতীশ চন্দ্র চৌধুরী এবং হিসাব কর্মকর্তা লিপু দাস-কে সাভারের**

র‍্যাব অফিসে ধরে নিয়ে জেলে পাঠানোর ভয়ভীতি দেখান। প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে ব্যাংক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে নগদ ১৫,০০,০০০.০০ (পনের লাখ) টাকা মোবাইল কোর্টকে দিলে তিনজন সংখ্যালঘু কর্মীকে র‍্যাব অফিস থেকে মুক্তি দেয়। ক্যাশ টাকা প্রাপ্তির কোন রশীদ দেয়নি, কেবলমাত্র জরিমানার একটি স্লিপ দিয়েছে।

এই ঘটনার পরপরই মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ সেলিম, রবিউল, নাসির , আনিস, জিকির আলী, তাইজুল, রজ্জব আলী-র নেতৃত্বে ৫০-৬০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ এর কারখানায় আক্রমণ চালায়। তারা নির্মাণাধীণ সেফালোস্পরিন ভবনে কর্মরত শ্রকিদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় ও ভবন এলাকা দখলের চেস্টা করে। হামলাকারীরা ঐ সময় নারী শ্রমিকদের লাঞ্ছিত করে যা আপনারা পত্রপত্রিকায় দেখেছেন।

১২.শেষ কথা

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমুহের উপর পরিকল্পিত **RAB** এর সন্ত্রাসী কায়দায় অভিযান, জেল জুলুমের ভয় দেখিয়ে নগদে ২৫ লাখ টাকা তথাকথিত জরিমানা হিসাবে আদায় এবং তৎসঙ্গে ভূমি প্রতারক মোহাম্মদ আলী, নাসির, সৈয়দ সেলিম, আমিনুল ইসলাম ও কাজী রবদের পুলিশের সহায়তায় **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র** আক্রমন, হামলা ও মামলার ন্যাক্কারজনক ঘটনায় দেশের বিবেকবান মানুষ আজ হতবাক। গণমাধ্যম এ'ক্ষেত্রে সতর্ক ভূমিকা রাখছে বিধায় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তার সেবামূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবে এ' প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

জনগনের স্বাস্থ্য সমাবেশে ১০৭টি দেশের প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের ৭০০ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বিজ্ঞানীরা যোগ দিবেন। PHA-4 এর সফলতায় আপনাদের সকলের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা মনে করি যে, ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে যোগদানের কারনে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সহায়তায় **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের** উপর এসব আক্রমন, হামলা মামলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী ১০ বছর পূর্বেই অবসর গ্রহন করে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ঢাকা চলে গেছেন। তিনি **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে** নৈমিত্তিক কোন কাজের সাথে সম্পর্কিত নন। তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাত জনের একজন ট্রাস্টি মাত্র। ট্রাস্টি বোর্ডের পদটি অবৈতনিক।

অধ্যাপক আলতাফুন্নেছা
চেয়ারপারসন
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্ট, ধানমন্ডি,ঢাকা